রচনাধর্মী 3 নং প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো।

প্রশ্ন 2 উত্তর

দ্রব্য সম্বন্ধে দেকার্তের মতবাদ আলোচনা করো।

দ্রব্য সম্বন্ধে দেকার্তের মতবাদ

বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"দ্রব্য হল তাই যা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না।"

সংজ্ঞা

দেকার্তের দ্রব্যের সংজ্ঞার অর্থ হল যা স্বনির্ভর তাই হল দ্রব্য। সুতরাং দ্রব্য হল স্বনির্ভর সত্তা।

বৈশিষ্ট্য

দ্রব্য যদি স্বনির্ভর সত্তা হয় তবে তা স্বয়ম্ভু, অসীম, অনন্ত, শাশ্বত, নিত্য, স্বপ্রকাশ, নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্রব্য একটিই হতে পারে, তা হল ঈশ্বর।

সুতরাং, দ্রব্য = স্বনির্ভর সত্তা = ঈশ্বর

ঈশ্বর যদি একমাত্র দ্রব্য হয়, তবে জড়দ্রব্য, মন, মানুষ এগুলি কি দ্রব্য নয়? দেকার্ত বলেন এগুলিও দ্রব্য। তবে স্বনির্ভর দ্রব্য নয়, পরনির্ভর বা সাপেক্ষ দ্রব্য। এগুলি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। তাই দেকার্ত দ্রব্যের আর-একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা হল—'যা গুণের আধার তা হল দ্রব্য'।

দেকার্ত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

[1] **গুণ:** গুণ হল দ্রব্যের অপরিবর্তনশীল মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিস্তৃতি হল জড়দ্রব্যের গুণ, চিন্তন হল মনের গুণ।

[2] **প্রত্যংশ:** প্রত্যংশ হল দ্রব্যের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য। যেমন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ হল জড়ের প্রত্যংশ। ইচ্ছা-অনুভূতি হল মনের প্রত্যংশ।

দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ

দেকার্তের মতে দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ হল আধার-আধেয় সমন্ধ। দ্রব্যে গুণ থাকে। দ্রব্য হল আধার, গুণ হল আধেয়। দেকার্তের মতে দ্রব্য তিনপ্রকার— [1] ঈশ্বর, [2] জড়দ্রব্য, [3] মন।

[1] **ঈশ্বর:** ঈশ্বর হলেন স্বনির্ভর নিরপেক্ষ দ্রব্য। এই ঈশ্বর জগৎ ও জীবের সৃষ্টিকর্তা।

[2] **জড়দ্রব্য:** জড়দ্রব্য হল চেতনাহীন বিস্তৃতি। জড়দ্রব্য বহু, সীমিত, অনিত্য, সাপেক্ষ দ্রব্য।

[3] **মন:** মন হল বিস্তৃতিহীন চেতনা। মন বহু, সীমিত, অনিত্য, সাপেক্ষ দ্রব্য। জড়দ্রব্য ও মন পরস্পরবিরুদ্ধ। এরা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

সমালোচনা

[1] **দ্রব্যতত্ত্ব স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট:** দেকার্ত প্রদত্ত দ্রব্যের প্রথম সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয় সংজ্ঞা পরস্পর-বিরোধী। কেন-না স্বনির্ভর নিরপেক্ষ দ্রব্য এবং পরনির্ভর সাপেক্ষ দ্রব্য পরস্পরবিরোধী। তাই দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট।

[2] **দ্রব্যতত্ত্ব আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট:** দেকার্ত প্রদত্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা অনুসারে একটি মাত্র দ্রব্য (ঈশ্বর) স্বীকার করা উচিত। কিন্তু তিনি তিনটি দ্রব্য স্বীকার করে আত্মবিরোধী কথা বলেছেন। তাই দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট।

[3] **দ্রব্যতত্ত্ব যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট:** দেকার্ত প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে জড়দ্রব্য ও মন পরস্পরবিরুদ্ধ দ্রব্য। আবার মানুষ দেহ ও মনের যুগ্ম সত্তা। দেহ ও মনের বিরুদ্ধ সত্তা দিয়ে মানুষকে তিনি যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং, দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট।

[4] **দ্রব্যতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়:** দেকার্ত ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কেন-না ঈশ্বর যদি স্বনির্ভর সত্তা ও অসীম দ্রব্য হন তবে জগতের বাইরে কি ঈশ্বর আছেন? যদি থাকেন তবে জগতের দ্বারা তিনি সীমিত হবেন। ফলে তিনি স্বনির্ভর হবেন না। সুতরাং, দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন 3 দ্রব্য সম্পর্কে স্পিনোজার মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্পর্কে স্পিনোজার মতবাদ

দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্বের অসংগতি দূর করার জন্য, ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে, সর্বেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দেকার্তের উত্তরসূরি স্পিনোজা তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে দ্রব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ প্রকাশ করেছেন।

সংজ্ঞা

"যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং যাকে নিজের সাহায্যে বোঝা যায়, অর্থাৎ কিনা অপর কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়া যার সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যায় তাই হল দ্রব্য।" এককথায় স্পিনোজার মতে যা স্বনির্ভর ও স্ববেদ্যতাই হল দ্রব্য।

বৈশিষ্ট্য

দ্রব্য যদি স্বনির্ভর হয় তবে তার থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় দ্রব্য হবে স্বয়ম্ভু, অনন্ত, এক, শাশ্বত, অপরিণামী, স্বাধীন, নির্বিশেষ, সব কিছুর আশ্রয়।

স্পিনোজার মতে একমাত্র দ্রব্য হল ঈশ্বর। দ্রব্য যদি স্বনির্ভর সত্তা হয় তবে তা হবে একমাত্র ঈশ্বর। এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন—দ্রব্য = ঈশ্বর।

দ্রব্য হল ঈশ্বর। এই ঈশ্বর জগতের কারণ। কুম্ভকার যে অর্থে ঘটের কারণ, ঈশ্বর সেই অর্থে জগতের কারণ নন। অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী কারণ নন। দুগ্ধ যে অর্থে তার শ্বেত বর্ণের কারণ, ঈশ্বর সেই অর্থে জগতের কারণ। অর্থাৎ অন্তর্বর্তী কারণ। তিনি জগতের অন্তঃস্থিত কারণস্বরূপ। জগতের সকল বস্তুর সমষ্টি হল ঈশ্বর। এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন—ঈশ্বর = জগৎ।

অর্থাৎ স্পিনোজার মতে—

দ্রব্য = ঈশ্বর

ঈশ্বর = জগৎ

∴ দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ

এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন দ্রব্য, ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নতা। সুতরাং সব কিছুই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সব কিছু। স্পিনোজার এই বক্তব্য সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত।

গুণ

স্পিনোজার মতে দ্রব্যকে সরাসরি জানা যায় না, গুণের মাধ্যমে দ্রব্যকে জানা যায়। গুণ হল দ্রব্যের উপাদান ও স্বরূপ ধর্ম। ঈশ্বরের অসীম ও অনন্ত সংখ্যক গুণ আছে। তার মধ্যে মানুষ কেবল দুটি গুণকে জানতে পারে তা হল চিন্তন ও বিস্তৃতি।

দ্রব্যের প্রত্যংশ

স্পিনোজার মতে দ্রব্য এক ও অনন্ত। দ্রব্য, ঈশ্বর, জগৎ এক ও অভিন্ন। তাই যদি হয় তবে আমরা এই জগতের বহু দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি কেন?

এই সমস্যার সমাধান করেছেন স্পিনোজা তাঁর প্রত্যংশ ধারণার সাহায্যে। তিনি বলেন এক দ্রব্য থেকে বহুর উৎপত্তি হয়। অপরিণামী দ্রব্য থেকে পরিণামী বিষয়ের উৎপত্তি হয়। স্পিনোজা বলেন যে পরিণামী, সান্ত বস্তু দেখছি তা হল প্রত্যংশ। প্রত্যংশ হল সীমিত রূপ, যার মাধ্যমে দ্রব্য নিজেকে বিশেষ বিশেষ সান্ত বস্তুরূপে প্রকাশ করে। সকল সান্ত বস্তু ঈশ্বরের প্রত্যংশ।

দ্রব্যের সঙ্গে প্রত্যংশের সম্বন্ধ

স্পিনোজা বলেছেন সমুদ্রের কাছে তরঙ্গ যা, যারা সমুদ্রে নিয়ত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, যারা যথার্থ নয়, দ্রব্যের কাছে প্রত্যংশও তাই। প্রত্যংশ বা সান্ত বস্তুর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। প্রত্যংশ হল অসীম দ্রব্যের অবভাস। দ্রব্য হল শাশ্বত ও নিত্য। প্রত্যংশ হল অনিত্য। সুতরাং স্পিনোজার মতে—"দ্রব্য = ঈশ্বর = গুণ = প্রত্যংশ = জগৎ"।

সমালোচনা

[1] **প্রত্যক্ষবিরোধী অবাস্তব কথা**: স্পিনোজার মতে দ্রব্য এক। দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ। তিনি বহুত্বকে, সান্ত বস্তুকে, জগৎবৈচিত্র্যকে মিথ্যা বা ভ্রম বলে অস্বীকার করেছেন। ফলে তিনি প্রত্যক্ষবিরোধী অবাস্তব কথা বলেছেন।

[2] **সমীকরণ সত্য নয়**: স্পিনোজার 'দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ'—এই সমীকরণ থেকে নিঃসৃত হয় 'মন = জড়'। কিন্তু এই সমীকরণ সত্য হতে পারে না। কারণ মন চিন্তা করতে পারে কিন্তু জড় পারে না। তাই স্পিনোজার এই সমীকরণ সত্য নয়।

[3] **সর্বেশ্বরবাদ সন্তোষজনক নয়**: সর্বেশ্বরবাদ স্বীকার করলে 'মানুষ = টেবিল'—এই সমীকরণকে সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। ফলে সর্বেশ্বরবাদ প্রকৃতিবাদ ও জড়বাদে পরিণত হবে, যা সন্তোষজনক নয়।

[4] **দ্রব্যতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়:** ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন হতে পারে না। কারণ জগৎ ধ্বংসশীল ও পরিবর্তনশীল। তাহলে ঈশ্বর ধ্বংস ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু স্পিনোজা ঈশ্বরকে নিত্য ও অপরিবর্তনশীল বলেছেন। তাই স্পিনোজার দ্রব্যতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়।

[5] **কাল ও গতিকে অস্বীকার:** স্পিনোজার মত মানলে কাল ও গতিকে অস্বীকার করতে হয়। ফলে সৃষ্টিকে অস্বীকার করতে হয়, যা অযথার্থ।

প্রশ্ন 4 দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ—এই সমীকরণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর

দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ—এই সমীকরণের ব্যাখ্যা

স্পিনোজা তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং যাকে নিজের সাহায্যে বোঝা যায়, অর্থাৎ কিনা অপর কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়া যার সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যায়, তাই হল দ্রব্য।" এককথায় স্পিনোজার মতে, যা স্বনির্ভর ও স্ববেদ্য তাই হল দ্রব্য।

দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি

দ্রব্য যদি স্বনির্ভর ও স্ববেদ্য সত্তা হয় তবে তার থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।

[1] **দ্রব্য হল স্বয়ম্ভু:** দ্রব্য যদি স্বয়ম্ভু না হয় তবে অন্য কিছুর দ্বারা উৎপন্ন হবে। ফলে তা স্বনির্ভর হবে না। কিন্তু দ্রব্য স্বনির্ভর।

[2] **দ্রব্য হল অনন্ত:** দ্রব্য অনন্ত না হয়ে যদি সান্ত হয় তবে দ্রব্য অন্য দ্রব্যের দ্বারা সীমিত হবে। ফলে তাদের উপর নির্ভরশীল হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। কিন্তু দ্রব্য স্বনির্ভর।

[3] **দ্রব্য হল এক:** দ্রব্য এক না হয়ে যদি বহু হয় তবে অন্য দ্রব্যের দ্বারা সীমিত হবে। ফলে দ্রব্য অনন্ত হবে না। কিন্তু দ্রব্য অনন্ত।

[4] **দ্রব্য হল শাশ্বত:** দ্রব্য শাশ্বত না হয়ে যদি অনিত্য হয় তবে তা পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা উৎপন্ন হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। কিন্তু দ্রব্য স্বনির্ভর।

[5] **দ্রব্য হল অপরিণামী:** দ্রব্য পরিণামী হলে দ্রব্য শাশ্বত হবে না। কিন্তু দ্রব্য শাশ্বত।

[6] **দ্রব্য হল স্বাধীন:** দ্রব্য যদি স্বাধীন না হয় তবে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। কিন্তু দ্রব্য স্বনির্ভর।

[7] **দ্রব্য হল নির্বিশেষ:** বুদ্ধি, ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষণ দ্রব্যে আরোপ করা যায় না। যদি আরোপ করা হয় তবে দ্রব্য সীমিত হয়ে পড়বে। অসীম দ্রব্যকে কেবল নঞর্থকরূপে বর্ণনা করা যায়।

[8] **দ্রব্য সব কিছুর আশ্রয়:** জগতের সকল সান্ত বস্তুর আশ্রয় হল দ্রব্য। সব কিছুই দ্রব্যনির্ভর। দ্রব্যই একমাত্র স্বনির্ভর।

[9] **দ্রব্য হল ঈশ্বর:** দ্রব্য হল স্বনির্ভর, স্বয়ম্ভু, এক, অনন্ত, শাশ্বত, নিত্য, অপরিণামী, স্বাধীন। এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্রব্য একমাত্র ঈশ্বরই হতে পারেন। এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন—দ্রব্য = ঈশ্বর।

[10] **দ্রব্য হল জগৎ:** দ্রব্য হল ঈশ্বর। এই ঈশ্বর জগতের কারণ। কুম্ভকার যে অর্থে ঘটের কারণ, ঈশ্বর সেই অর্থে জগতের কারণ নন। অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী কারণ নন। দুগ্ধ যে অর্থে তার শ্বেত বর্ণের কারণ, ঈশ্বর সেই অর্থে জগতের কারণ, অর্থাৎ অন্তর্বর্তী কারণ। তিনি জগতের অন্তঃস্থিত কারণস্বরূপ। জগতের সকল বস্তুর সমষ্টি হল ঈশ্বর। সুতরাং, ঈশ্বর = জগৎ।

সুতরাং, স্পিনোজা দ্রব্য, ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নতা প্রমাণ করলেন এইভাবে—

দ্রব্য = ঈশ্বর

ঈশ্বর = জগৎ

∴ দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ

স্পিনোজার এই সমীকরণ সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন 5 দ্রব্য সম্পর্কে লাইবনিজের মতবাদটি আলোচনা করো।

উত্তর

দ্রব্য সম্পর্কে লাইবনিজের মতবাদ

দেকার্তের দ্বৈতবাদের অসংগতি ও স্পিনোজার নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের অসংগতি দূরীকরণের জন্য, সমগ্র বিশ্বের নিরবচ্ছিন্নতা ও ঐক্যের সঙ্গে অংশগুলির স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যার জন্য, জগৎ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য, অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার সমস্যা সমাধানের জন্য লাইবনিজ তাঁর 'Monadology' গ্রন্থে দ্রব্যতত্ত্ব বা জগৎতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। লাইবনিজ দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন— "যা আত্মসক্রিয়, যা নিরংশ, যা বিস্তৃতিহীন, যা মৌলিক তাকে বলা হয় দ্রব্য বা মনাড।

স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য

মনাডের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **জগতের মূলতত্ত্ব হল দ্রব্য বা মনাড:** জগৎ ও জগতের সব কিছু যে মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরি তা হল দ্রব্য। এমনকি জগৎ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও দ্রব্য। এই দ্রব্য মনসদৃশ চেতন ও আত্মসক্রিয়। তাই তিনি দ্রব্যের নাম দিয়েছেন মনাড।

[2] **মনাড নিরংশ, অবিভাজ্য ও বিস্তৃতিহীন:** মনাড যেহেতু মৌলিক তাই তা নিরংশ হতে বাধ্য। যা অংশহীন তা অবিভাজ্য হতে বাধ্য এবং যা অবিভাজ্য তা বিস্তৃতিহীন হতে বাধ্য।

[3] **মনাড হল আত্মসক্রিয়:** মন যেমন আত্মসক্রিয়, তেমনই সকল মনাড আত্মসক্রিয়, তাই নিষ্ক্রিয় দ্রব্য নেই।

[4] **মনাড আধ্যাত্মিক সত্তা:** মনাড জড়দ্রব্য নয়। মনাড যদি জড় হত তবে তার বিস্তৃতি থাকত, ফলে তা বিভাজ্য হত। কিন্তু মনাড অবিভাজ্য ও মৌলিক। তাই তার বিস্তৃতি থাকতে পারে না। সুতরাং, বিস্তৃতিহীন মনাড একমাত্র আধ্যাত্মিক সত্তা বা চেতন সত্তা হতে পারে। ফলে মনাড জড় নয়।

[5] **মনাড গবাক্ষহীন:** প্রতিটি মনাড স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। বাইরে থেকে কোনো সংবেদন মনাডের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ মনাড গবাক্ষহীন।

[6] **মনাড অবিনশ্বর কিন্তু শাশ্বত নয়:** মনাড অবিনশ্বর, কেন-না মনাড মৌলিক ও নিরংশ। কোনো যৌগিক পদার্থ নয়। আবার মনাড যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টি করেন এবং ধ্বংস করেন তাই মনাড শাশ্বত নয়।

[7] **মনাড তাত্ত্বিক বিন্দু:** মনাড গাণিতিক বিন্দু নয়। কেন-না গাণিতিক বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই, তাই তা অবাস্তব ও কাল্পনিক। কিন্তু মনাড বাস্তব। আবার মনাড জড়বিন্দু নয়। কেন-না জড়বিন্দু বাস্তব হলেও তা বিভাজ্য কিন্তু মনাড অবিভাজ্য।

[8] **মনাড অদৈশিক:** মনাড যেহেতু তাত্ত্বিক বিন্দু, আধ্যাত্মিক, বিস্তৃতিহীন সেহেতু তা কোনো দেশে থাকে না। দেশ অবভাসিক ও কাল্পনিক।

[9] **মনাড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন**: মনাড যেহেতু আত্মসক্রিয় সেহেতু তা অন্যকে দূরে রাখে। যা অন্যকে দূরে রাখে তা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাই মনাড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

[10] **মনাড সংখ্যায় বহু**: লাইবনিজ মনাডকে সৃষ্ট মনাড ও অসৃষ্ট মনাড—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অসৃষ্ট মনাড ঈশ্বর; ঈশ্বর এক কিন্তু সক্রিয়; ঈশ্বর বহু মনাড সৃষ্টি করে জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

[11] **সমগ্র বিশ্ব ও সকল জ্ঞান মনাডের মধ্যে নিহিত**: ঈশ্বর মানব মনাড সৃষ্টির সময়ে সমগ্র বিশ্বের ধারণা, সকল জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে মনাডের মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। মানব মনাডগুলি তার আত্মসক্রিয়তার দ্বারা তার ধারণাগুলিকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করে প্রত্যক্ষ করে জ্ঞান তৈরি করে। তাই আত্মা সকল জ্ঞানের আধার।

[12] **প্রত্যেক মনাডের প্রতিবিম্বন ও প্রত্যক্ষণ একরূপ নয়**: মনাডগুলির সক্রিয়তার মাত্রার স্তরভেদ আছে। একমাত্র ঈশ্বর বিশুদ্ধ সক্রিয়। যে মনাড যত বেশি সক্রিয় সেই মনাডের প্রতিবিম্বন ও প্রত্যক্ষের ক্ষমতা তত বেশি স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল।

মূল্যায়ন: মনাডের এই সকল বৈশিষ্ট্য লাইবনিজের দ্রব্যতত্ত্বকে স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

প্রশ্ন 6 লাইবনিজের দ্রব্যতত্ত্ব বা মনাডবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

লাইবনিজের দ্রব্যতত্ত্ব বা মনাডবাদ

দেকার্তের দ্বৈতবাদের অসংগতি ও স্পিনোজার নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের অসংগতি দূরীকরণের জন্য, অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার সমস্যা সমাধানের জন্য লাইবনিজ তাঁর 'Monadology' গ্রন্থে দ্রব্যতত্ত্ব অর্থাৎ মনাডবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

লাইবনিজ দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"যা আত্মসক্রিয়, যা নিরংশ, যা বিস্তৃতিহীন, যা মৌলিক তাকে বলা হয় দ্রব্য বা মনাড।"

নামকরণ

লাইবনিজের মতে জগতের মূলতত্ত্ব, মূল উপাদান দ্রব্য। এই দ্রব্য জড় হতে পারে না। কেন-না জড় হলেই তার বিস্তৃতি থাকবে। যার বিস্তৃতি থাকবে তা বিভাজ্য হবে, যা বিভাজ্য হবে তা মৌলিক হবে না। তাই অবিভাজ্য মৌলিক দ্রব্য জড় হতে পারে না। তাই তা চেতন হবে। যা চেতন তা আত্মসক্রিয় হবে। ফলে দ্রব্য মনসদৃশ চেতন ও আত্মসক্রিয় বলে লাইবনিজ দ্রব্যের নাম দিয়েছেন মনাড। তাই তাঁর দ্রব্যতত্ত্ব মনাডবাদ নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য

মনাড আত্মসক্রিয়, নিরংশ, অবিভাজ্য, বিস্তৃতিহীন, চেতন, আধ্যাত্মিক সত্তা, গবাক্ষহীন, অবিনশ্বর, তাত্ত্বিক বিন্দু, অদৈশিক, অকালিক, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বহু, সকল জ্ঞানের আধার।

শ্রেণিবিভাগ

লাইবনিজ মনাডের সক্রিয়তা ও মাত্রার তারতম্যের ভিত্তিতে মনাডকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। তা হল—

[1] **অচেতন মনাড**: এই মনাডের সক্রিয়তা খুব কম। এর প্রতিবিম্বনও অস্পষ্ট। যেমন—ধাতব পদার্থ ও উদ্ভিদ।

[2] **চেতন মনাড**: এই মনাডের সক্রিয়তা অচেতন মনাডের চেয়ে একটু বেশি। যেমন—পশু। এদের স্মৃতি থাকলেও প্রজ্ঞা নেই।

[3] **আত্মসচেতন মনাড:** এই মনাডের সক্রিয়তা খুব বেশি, কিন্তু বিশুদ্ধ সক্রিয় নয়। যেমন—মানুষ। মানুষ প্রজ্ঞার অধিকারী।

[4] **ঈশ্বর সর্বোচ্চ মনাড:** একমাত্র ঈশ্বর হলেন বিশুদ্ধ ক্রিয়াস্বরূপ। তাই তিনি সমগ্র বিশ্বকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ঈশ্বর সকল মনাড সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্ট মনাডগুলির সাহায্যে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন এবং ধ্বংস করেন। তাই ঈশ্বর কুইন মনাড, মনাডের মনাড।

মনাডপুঞ্জ

কতগুলি অচেতন মনাড যখন একত্র পুঞ্জীভূত হয় তখন তাকে জড়পদার্থ বলা হয়। আবার একটি চেতন মনাডকে কেন্দ্র করে যখন অচেতন মনাডগুলি পুঞ্জীভূত হয় তখন তাকে মনুষ্যেতর প্রাণী বলা হয়। আবার একটি আত্মসচেতন মনাডকে কেন্দ্র করে যখন নিম্নশ্রেণির মনাড পুঞ্জীভূত হয় তখন তাকে মানুষ বলা হয়।

মনাডগুলির ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস ও আকাঙ্ক্ষা

সর্বনিম্ন মনাড থেকে উচ্চতম মনাড পর্যন্ত মনাডগুলি এক অবিচ্ছিন্ন ক্রমিকভাবে সাজানো আছে। ওই পর্যায়ের কোথাও কোনো ফাঁক নেই। প্রত্যেক মনাডের এক অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় যাওয়ার প্রবণতা আছে। একেই লাইবনিজ মনাডগুলির আকাঙ্ক্ষা বলেছেন।

সমালোচনা

[1] **অভিজ্ঞতার বিরোধী কথা:** মনাডবাদ হল সর্বমনবাদ। যা জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যা আমাদের অভিজ্ঞতার বিরোধী।

[2] **আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট:** মনাডবাদ আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট। কারণ লাইবনিজ বলেছেন—মনাডগুলি স্বতন্ত্র ও গবাক্ষহীন। কেউ কারোর উপর প্রভাব বিস্তার করে না। আবার তিনি বলেছেন সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বর অন্য মনাডের সৃষ্টি করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন ও ধ্বংস করেন।

[3] **মনাডের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক যুক্তিযুক্ত নয়:** লাইবনিজ ঈশ্বরের সঙ্গে মনাডের সম্পর্ক যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। মনাডগুলি যদি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয় তবে মনাডকে স্বনির্ভর বলা যায় কীভাবে?

[4] **মনাডতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়:** স্পিনোজা গতি, ক্রিয়া ও বহুত্বকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু লাইবনিজ এগুলি স্বীকার করলেও দেশ, কাল, সমগ্রকে অস্বীকার করেছেন, যা যথার্থ নয়। সুতরাং, লাইবনিজের মনাডতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন 7 লাইবনিজ তাঁর মনাডবাদের সাহায্যে জগতের শৃঙ্খলা ও মনাডগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, ঈশ্বরের সঙ্গে মনাডগুলির সম্পর্ক কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

উত্তর

জগতের শৃঙ্খলা

জগতে প্রতিটি বস্তু ও ঘটনা অসংখ্য নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে দেখতে পাই। অথচ লাইবনিজ বলেছেন প্রত্যেক মনাড এক স্বতন্ত্র জগৎ, পরস্পর নিরপেক্ষ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গবাক্ষহীন। তাই যদি হয় তবে আমাদের কাছে জগৎ একটি সুশৃঙ্খল, সুসংহত সমাবেশরূপে প্রতীয়মান হয় কীভাবে? এই সমস্যার সমাধানে লাইবনিজ মনাডগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মনাডগুলির সম্পর্কের মাধ্যমে জগতের শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করেছেন।

মনাডগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক

লাইবনিজ সক্রিয়তার মাত্রার তারতম্যের ভিত্তিতে মনাডগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। সর্বনিম্ন মনাড থেকে সর্বোচ্চ মনাডের ক্রমটি এইরূপ—

অচেতন মনাড (ধাতব পদার্থ) → চেতন মনাড (পশু) → আত্মসচেতন মনাড (মানুষ) → সর্বোচ্চ মনাড (ঈশ্বর)।

মনাডগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মসক্রিয়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাই বিশ্বের কোথাও এমন দুটি পদার্থ বা মনাড পাওয়া যাবে না যারা সর্বতোভাবে সমান। মনাডগুলির সক্রিয়তার মাত্রাভেদ রয়েছে। তবুও প্রত্যেকটি মনাড এক উচ্চতর ঐশ্বরিক নিয়মের অধীনে এবং প্রত্যেকের কার্য এই নিয়ম অনুসারে সাধিত হয়। এই জন্যই তাদের মধ্যে একতানতা বর্তমান। এই একতানতা থেকেই বিশ্বের শৃঙ্খলার উদ্ভব। ঈশ্বর প্রতিটি মনাড তৈরির সময় তার মধ্যে এমন শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন যে একটি মনাডের পরিবর্তন হলে অন্যটিরও পরিবর্তন ঘটে। একেই লাইবনিজ পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ বলেছেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে মনাডগুলির সম্পর্ক

লাইবনিজ বলেছেন সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বর সমগ্র জগতের ঐক্যের ভিত্তি ও জগতের শৃঙ্খলার আদি কারণ। পর্যাপ্ত হেতু বিষয়ক যুক্তির সাহায্যে আমরা ঈশ্বরের ধারণায় পৌঁছাই। এই জগতের প্রত্যেকটি বস্তু ও ঘটনা ঘটার পিছনে পর্যাপ্ত হেতু বা কারণ আছে। এই কারণেরও কারণ আছে। এইভাবে ক্রমাগত অগ্রসর হলে এক অনাবস্থা দোষ দেখা দেবে। এই অনাবস্থা দোষ নিবারণ হেতু এমন এক আদি কারণ স্বীকার করতে হবে যার কোনো কারণ নেই। তিনি হলেন ঈশ্বর। এইভাবে লাইবনিজ মনাডের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন।

এই ঈশ্বর সর্বোচ্চ কল্যাণের, সর্বোচ্চ মঙ্গলের, সর্বোচ্চ পূর্ণতার, সর্বোচ্চ যোগ্যতার নীতিতে পর্যাপ্ত হেতুর ভিত্তিতে জগৎসৃষ্ট মনাডগুলি দিয়ে আমাদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিলগ্নে মনাডগুলিকে তিনি ক্রমোচ্চ স্তরে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজ্জিত করেছেন এবং প্রতিটি মনাডের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের ধারণাকে সূক্ষ্মভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন ও সক্রিয়তা প্রদান করেছেন। ফলে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকা সত্ত্বেও এক মনাডের পরিবর্তন ঘটলে অন্য মনাডেরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। ফলে জগতের ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

মূল্যায়ন: এইভাবে লাইবনিজ ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক, ঈশ্বরের সঙ্গে মনাডের সম্পর্ক, মনাডগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, জগতের শৃঙ্খলা সব কিছুই ব্যাখ্যা করেছেন। ঈশ্বরই সব কিছুর কেন্দ্র ও মূল নায়ক।

প্রশ্ন 8 দ্রব্য সম্বন্ধে লকের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করো।
অথবা, "দ্রব্য হল গুণের আধার"—এ কথা কে বলেছেন? তার মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। তার মতবাদটি কি সন্তোষজনক? 1+3+1

উত্তর

দ্রব্য সম্বন্ধে লকের মতবাদ

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক তাঁর অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন— "দ্রব্য হল মুখ্য গুণের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় আধার।" উদাহরণের সাহায্যে লকের দ্রব্যতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যাক—

[1] **দ্রব্য হল গুণের আধার:** লকের মতে জ্ঞানলাভের উৎস দুটি। সংবেদন ও অন্তর্দর্শন। আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে বিভিন্ন গুণের ধারণা প্রত্যক্ষ করি। যেমন একটি কমলালেবুর রূপ, আকার, গন্ধ ইত্যাদি গুণ প্রত্যক্ষ করি। কল্পনায় যদি এই গুণগুলিকে আলাদা করি, তবে গুণের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু লক বলেন গুণগুলি তো শূন্যে থাকতে পারে না। তাই গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যকে অনুমান করতে হয়।

[2] **দ্রব্য হল মুখ্য গুণের আধার:** লক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণগুলি সার্বিক, আবশ্যিক, অপরিবর্তনশীল, তাই বস্তুগত। যেমন—আকার, বিস্তৃতি ইত্যাদি। গৌণ গুণগুলি পরিবর্তনশীল, তাই বস্তুগত নয়। তাই লক বলেছেন দ্রব্য হল মুখ্য গুণের আধার।

[3] **দ্রব্য হল মুখ্য গুণের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় আধার:** দ্রব্য ও গুণ ভিন্ন পদার্থ। মুখ্য গুণগুলি দ্রব্যে থাকে। তাই দ্রব্য ও গুণের মধ্যে আধার-আধেয় সম্বন্ধ। দ্রব্য গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গুণহীন দ্রব্যের স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

[4] **দ্রব্যের ধারণা একটি যৌগিক ধারণা:** আম, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি আমাদের সামনে হাজির হয় তা লকের মতে যৌগিক ধারণা। সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা যে মৌলিক গুণের ধারণাগুলি পাই তাদের আধাররূপে যে দ্রব্যের (আম) কল্পনা করি তা এক যৌগিক ধারণা।

[5] **লকের মতে দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যে জানা যায়:** ক্যামেরা যেমন কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি তোলে, তেমনই আমাদের ইন্দ্রিয় সরাসরি মুখ্য গুণের ধারণাকে জানতে পারে, দ্রব্যকে নয়। ধারণার কারণ হিসেবে দ্রব্যকে অনুমান করি। তাই দ্রব্য অনুমিত যৌগিক ধারণা।

[6] **দ্রব্যের বাস্তব অস্তিত্ব আছে:** লকের মতে দ্রব্য অনুমিত হলেও মন নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যদিও গুণহীন দ্রব্যের স্বরূপ কখনও জানা যায় না। তাই লক বলেছেন—"দ্রব্য হল এমন কিছু যা আমি জানি না।"

[7] **লক তিনপ্রকার দ্রব্য স্বীকার করেছেন:** জড় দ্রব্য, মন, ঈশ্বর—এই তিনটি দ্রব্য লক স্বীকার করেছেন। আকার, আয়তন, বিস্তৃতি—এই মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড় দ্রব্য এবং ইচ্ছা, অনুভূতি চিন্তা—এই মানসিক মুখ্য গুণের আধার হিসেবে মন এবং নিত্যতা, অসীমতা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের আধার হিসেবে তিনি ঈশ্বর স্বীকার করেছেন।

সমালোচনা

[1] **অভিজ্ঞতার আত্মবিরোধী কথা:** লকের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস। কিন্তু লক অভিজ্ঞতার বাইরের বিষয়—দ্রব্য, আত্মা, ঈশ্বর স্বীকার করে আত্মবিরোধী কথা বলেছেন।

[2] **দ্রব্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞের—এই মত অস্বীকার:** লকের মতে দ্রব্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তাই যদি হয় তবে দ্রব্য আছে—এ কথা বলা যায় কীভাবে?

[3] **মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য অস্বীকার:** বার্কলে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে সকল গুণ পরিবর্তনশীল, তাই মনোগত। ফলে মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড় দ্রব্য স্বীকার্য নয়।

মূল্যায়ন: লকের দ্রব্যতত্ত্ব নানা অসংগতিতে পূর্ণ। তাই সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন 9 ◆ উত্তর **দ্রব্য সম্বন্ধে বার্কলের মতবাদ ব্যাখ্যা করো।**

দ্রব্য সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বার্কলে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর 'Principle of Human Knowledge' গ্রন্থে দ্রব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

বার্কলের মতে দ্রব্যের সংজ্ঞা

"দ্রব্য হল ধারণার প্রত্যক্ষ কর্তা"—এর অর্থ হল বার্কলে দুই ধরনের সত্তা স্বীকার করেন—[1] প্রত্যক্ষ কর্তা, [2] প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রত্যক্ষের বিষয় হল ধারণা। ধারণার অতিরিক্ত কোনো জড়দ্রব্য নেই। প্রত্যক্ষ কর্তা হল ব্যক্তি মন ও ঈশ্বর। সুতরাং, বার্কলে দুটি দ্রব্য স্বীকার করেন—[1] মন, [2] ঈশ্বর।

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের যুক্তি

[1] **অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর**: লক বলেছেন জড়দ্রব্যকে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্যের অনুমান করা হয়। কিন্তু বার্কলে বলেন—অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর। তাই যা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তার অস্তিত্ব নেই। যেমন—অশ্বডিম্ব। জড়দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[2] **জড়দ্রব্য স্বীকার**: লক মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্য স্বীকার করেন। বার্কলে বলেন লকের মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য যুক্তিসম্মত নয়। কেন-না মুখ্য গুণগুলি গৌণ গুণগুলির মতো অবস্থানভেদে ও দৃষ্টিভঙ্গিভেদে পরিবর্তনশীল। তাই মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি বলেন সকল গুণের ধারণা মননির্ভর। সুতরাং, গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[3] **জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যক প্রেতাত্মা**: বার্কলে বলেন পেঁয়াজ যেমন তার খোসাগুলির অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনই জড়দ্রব্যও তার গুণগুলির অতিরিক্ত কিছু নয়। জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যক প্রেতাত্মা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু চেয়ার, টেবিল মনের ধারণা মাত্র। এই ধারণার সমষ্টি হল সংবেদনের সমষ্টি। আমরা সংবেদনের সমষ্টির নামকরণ করি। সুতরাং, জড়দ্রব্য হল নিছক অর্থহীন সমষ্টির নাম মাত্র।

মন বা জীবাত্মা

বার্কলের মতে জড়দ্রব্য নেই। প্রত্যক্ষের বিষয় ধারণা। তাই ধারণার প্রত্যক্ষকর্তা হিসেবে তিনি মন স্বীকার করেছেন। এই মন সরল, অবিভাজ্য, সক্রিয়, অজড়, আধ্যাত্মিক দ্রব্য। যার ধর্ম হল ধারণা প্রত্যক্ষ করা। সাক্ষাৎ আত্মচেতনার মাধ্যমে আমরা মন বা আত্মাকে জানতে পারি।

ঈশ্বর

বার্কলের মতে জড়দ্রব্য নেই। তাই ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ধারণার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, জীবাত্মার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, সকল ধারণার প্রত্যক্ষকর্তা হিসেবে, প্রাকৃতিক নিয়মের নিমিত্তকর্তা হিসেবে বার্কলে ঈশ্বর স্বীকার করেছেন।

সমালোচনা

[1] *আত্মবিরোধী কথা*: বার্কলের দর্শনের মূলসূত্র—'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর।' অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বার্কলে অপ্রত্যক্ষযোগ্য মন ও ঈশ্বর স্বীকার করে আত্মবিরোধী কথা বলেছেন।

[2] *অবাস্তব কথা*: দ্রব্য ও গুণ পৃথক হলেও দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না। অথচ বার্কলে দ্রব্যহীন গুণের কথা বলে অবাস্তব কথা বলেছেন।

[3] *ধারণা মাত্রেই নিষ্ক্রিয়*: বার্কলের মতে আমি এবং আমার ধারণারই কেবল অস্তিত্ব আছে। তাই যদি হয় তবে ঈশ্বর আমার মনের ধারণা হবেন। ধারণা মাত্রেই নিষ্ক্রিয়। তাই ধারণাস্বরূপ ঈশ্বর কীভাবে আমার মধ্যে সংবেদন উৎপন্ন করবেন? কীভাবে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করবেন?

মূল্যায়ন: সুতরাং, বার্কলের দ্রব্যতত্ত্ব নানা অসংগতিতে পূর্ণ। তাই বার্কলের মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন 10 বার্কলে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন তা সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের যুক্তি

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বার্কলে বস্তুবাদ, জড়বাদ, নিরীশ্বরবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে, তাঁর দর্শনে ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'Principle of Human Knowledge' গ্রন্থে সর্বপ্রথম জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের যুক্তিগুলি হল—

[1] **ধারণার অস্তিত্ব:** লক বলেছেন আমরা সরাসরি ধারণাকে প্রত্যক্ষ করি। ধারণার কারণ হিসেবে জড়বস্তু অনুমান করি। অর্থাৎ—

মন + ধারণা + জড়বস্তু = জড়বস্তুর অনুমান

বার্কলে বলেন জড়বস্তুকে যেহেতু প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাই তার অস্তিত্ব নেই। ধারণাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই ধারণার অস্তিত্ব আছে।

[2] **মনোনির্ভর ধারণা:** লক মুখ্য গুণের ধারণার আধার হিসেবে জড়দ্রব্য স্বীকার করেন।

বার্কলে বলেন মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য যুক্তিসম্মত নয়। কেন-না মুখ্য গুণগুলি গৌণ গুণগুলির মতো অবস্থানভেদে ও দৃষ্টিভঙ্গিভেদে পরিবর্তনশীল। তাই মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য নেই।

গৌণ গুণের ধারণা মনোনির্ভর।

মুখ্য গুণের ধারণা মনোনির্ভর।

সুতরাং, সকল গুণের ধারণা মনোনির্ভর।

তাই মুখ্য গুণের ধারণার আধার হিসেবে জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[3] **অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর:** বার্কলের মতে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর। তাই যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই। যেমন—অশ্বডিম্ব। জড়দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[4] **বিমূর্ত সামান্য ধারণা:** লকের মতে জড়দ্রব্য হল বিমূর্ত সামান্য ধারণা। বার্কলে বলেন বিমূর্ত সামান্য ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[5] **জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব নেই:** ধরা যাক কোনো ব্যক্তি জনমানবহীন জঙ্গলে হাতির উপস্থিতির কথা চিন্তা করতে পারে। বার্কলে বলেন যে ব্যক্তি যখন ওই হাতির কথা চিন্তা করছে তখন ওই হাতি ওই ব্যক্তির মনের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে।

সুতরাং মনের বাইরে কোনো বস্তু আছে তা চিন্তা করা যায় না। চিন্তা করলে স্ববিরোধী হবে। সুতরাং, জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[6] **জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যক প্রেতাত্মা:** বার্কলে বলেন পেঁয়াজ যেমন তার খোসাগুলির অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনই জড়দ্রব্যও তার গুণগুলির অতিরিক্ত কিছু নয়। জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যক প্রেতাত্মা। সুতরাং জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

মূল্যায়ন: এইভাবে বার্কলে মনের বাইরে কোনো জড়বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জড়বস্তু বলে যা প্রতিভাত হয় তা মনের ধারণা মাত্র।

প্রশ্ন 11 **দ্রব্য সম্বন্ধে হিউমের মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।**
অথবা, **"দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি"—এ কথা কে বলেছেন? দ্রব্য সম্বন্ধে তার মতবাদটি সবিচার আলোচনা করো।** 1+4

উত্তর

দ্রব্য সম্পর্কে হিউমের মতবাদ

লক ও বার্কলের দ্রব্যতত্ত্বের সমালোচনা করে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হিউম তাঁর 'A Treatise of Human Nature' গ্রন্থে দ্রব্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। হিউম দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন— "দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি।" এ কথার অর্থ গুণের সমষ্টির অতিরিক্ত কোনো জড়দ্রব্য, মন বা আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন

হিউমের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। হিউম বার্কলের সঙ্গে একমত যে জড়দ্রব্যকে যেহেতু প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। গুণগুলিকে কেবল প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই গুণেরই কেবল অস্তিত্ব আছে। গুণের অতিরিক্ত জড়দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

মন বা আত্মদ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন

বার্কলে ধারণার প্রত্যক্ষকর্তা হিসেবে আত্মদ্রব্য স্বীকার করেছেন। কিন্তু হিউম বলেন সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার অতিরিক্ত স্থায়ী দ্রব্যরূপে মন বা আত্মার কোনো প্রত্যক্ষ হয় না। মানসিক অবস্থার স্বরূপই হল আত্মা বা মন। স্থায়ী নিত্যদ্রব্যরূপে, আত্মা বা গুণের আধাররূপে আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের মন বা আত্মা যেন একটি রঙ্গমঞ্চ যেখানে সংবেদন প্রভৃতি মানসিক ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল সংবেদন, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির প্রবাহই হল আত্মা বা মন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন

[1] **ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই**: হিউমের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তাই যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তার অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। সুতরাং, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই।

[2] **ঈশ্বর অনুমান যুক্তিযুক্ত নয়**: হিউম বলেন জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরকে অনুমান করা যায় না। কেন-না জগৎ কার্য, ঈশ্বর তার কারণ। হিউমের মতে কারণ ও কার্য সমপ্রকৃতির হবে। কিন্তু জগৎ ও ঈশ্বর সমপ্রকৃতির নয়। তাই জগতের কারণরূপে ঈশ্বর অনুমান যুক্তিযুক্ত নয়।

[3] **ঈশ্বরের পূর্ণতার ধারণা অনুমান মাত্র**: তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তির সাহায্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কেন-না ঈশ্বরের এই পূর্ণতার সংজ্ঞা থেকে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। ঈশ্বরের পূর্ণতার ধারণা অনুমান মাত্র। যা অনুমান মাত্র তার অস্তিত্বে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

সদর্থক বক্তব্য

হিউমের মতে জড়দ্রব্য, আত্মা, ঈশ্বর কোনো দ্রব্যের অস্তিত্ব নেই। তাহলে জড়দ্রব্যরূপে যা প্রত্যক্ষ করি তা কী? হিউম উত্তরে বলেন দ্রব্য হল গুণের সমষ্টি। আমরা মুদ্রণের মাধ্যমে গুণের ধারণা পাই। অনুষঙ্গের নিয়মের সাহায্যে গুণের ধারণাগুলিকে একত্রিত করে এক নামকরণ করি—চেয়ার, টেবিল, আম বলি। এই গুণগুচ্ছের অতিরিক্ত কোনো অতীন্দ্রিয় নিত্যদ্রব্যের অস্তিত্ব নেই। তাই হিউম বলেছেন—"দ্রব্যের ধারণা এক দুর্বোধ্য ও উদ্ভট ধারণা।"

সমালোচনা

[1] **সংশয়বাদ গ্রহণযোগ্য নয়**: হিউমের মতে কোনো নিত্যদ্রব্য নেই। ফলে আত্মা যদি না থাকে, জড়দ্রব্য যদি না থাকে তবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয় থাকবে না। ফলে জ্ঞান সম্ভব হবে না। তাই হিউমের মতবাদের পরিণতি সংশয়বাদ যা গ্রহণযোগ্য নয়।

[2] **ব্যক্তিভেদে ভিন্ন মত**: কেবল গুণের সমষ্টিকে দ্রব্য বলা যায় না। কেন-না কেবল গুণের সমষ্টিকে দ্রব্য বললে একই দ্রব্য সম্বন্ধে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত হবে, যা অবাস্তব।

[3] **গুণগুলির সঠিক ব্যাখ্যার অভাব**: হিউম গুণের আধাররূপে দ্রব্যকে অস্বীকার করে গুণগুলি কেন বাস্তবে একসঙ্গে থাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

[4] **দ্রব্যতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়**: প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস—হিউমের এই কথা ঠিক নয়। ফলে এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তার দ্রব্যতত্ত্বও যথার্থ নয়। সুতরাং, হিউমের দ্রব্যতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়।